



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1109 - 1113

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ভর্তৃহরি বিরচিত 'নীতিশতকম্' : ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের এক নৈতিক দিক্-নির্দেশিকা

হিরন্ময় সাহা

আমন্ত্রিত অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

হরিশচন্দ্রপুর কলেজ

Email ID: hiranmaysaha1710@gmail.com

 0009-0008-5738-892X

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

নীতিশতকম্,
ভর্তৃহরি, নীতি,
নৈতিক দর্শন,
আচরণ, সামাজিক
সম্পর্ক, মূল্যবোধ,
ব্যক্তিগত ও
সামাজিক নীতি।

Abstract

ভারতীয় নীতিশাস্ত্র ও নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে ভর্তৃহরির নীতিশতকম্ একটি অনন্য ও কালজয়ী গ্রন্থ। সংস্কৃত সাহিত্যের এই শতককাব্য মানবজীবনের নৈতিকতা, সামাজিক আচরণ, ব্যক্তিগত চরিত্র ও বাস্তব জীবনদর্শনের এক গভীর ও পরিপূর্ণ প্রতিফলন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও দার্শনিক ভাবধারায় ভর্তৃহরি একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান কবি, ধ্যানী ও মননশীল ছিলেন। তাঁর নীতিশতকম্ গ্রন্থটিতে সংক্ষিপ্ত শ্লোকের মাধ্যমে মানবজীবনের নীতি, আচরণ, সমাজ, সংসার এবং নৈতিকতার মূলনীতি ব্যাখ্যা করেন। এটি কোনও সাধারণ শিষ্টাচারের গ্রন্থ নয়; বরং ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক চারুকলা, সামাজিক ন্যায়, বন্ধুত্ব, ধর্ম-এই সকল ক্ষেত্রেরই গভীর দার্শনিক ও নৈতিক তত্ত্বসমূহের এক তত্ত্বগ্রন্থ। তাই এইদিক থেকে নীতিশতকম্-কে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের এক নৈতিক দিক্-নির্দেশিকা বলা যেতে পারে, যা যুগে যুগে মানবজীবনের আত্মপ্রকাশ, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথ প্রদর্শন করে চলেছে। এই প্রবন্ধে মূলতঃ নীতিশতকম্ এর বৈশিষ্ট্য, মূলভাবনা, নৈতিক দিক্, ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা এবং নৈতিকতার সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Discussion

ভর্তৃহরি তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ শ্লোকগুলির মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রযোজ্য নৈতিক শিক্ষাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা কেবল আদর্শবাদী উপদেশ নয়, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা-নির্ভর জীবনবোধ। এখানে নৈতিকতা কেবল ব্যক্তিগত সদ্গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমাজ, রাষ্ট্র, নেতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও মানবিক সম্পর্কের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ভর্তৃহরির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত বাস্তববাদী। তিনি মানবসমাজের শক্তি ও দুর্বলতা উভয়কেই গভীর পর্যবেক্ষণে তুলে ধরেছেন। নীতিশতকম্-এ মানুষের লোভ, অহংকার, স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামির কঠোর সমালোচনা যেমন আছে, তেমনি সত্য, জ্ঞান, ধৈর্য, দয়া ও আত্মসংযমের প্রশংসাও সমানভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এই দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রন্থটিকে একটি সামগ্রিক রূপ প্রদান করেছে। ভর্তৃহরি মনে করেন, নৈতিক জীবনযাপন সম্ভবতখনই, যখন মানুষ নিজের চরিত্রকে শুদ্ধ করে সমাজের

কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে। ভর্তৃহরি আনুমানিক সপ্তম শতকে (৬ম-৭ম খ্রিষ্টাব্দ) সক্রিয় ছিলেন। নীতিশতকম্ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। তাঁর দার্শনিক চিন্তায় প্রাধান্য পায় : নীতি অর্থাৎ নৈতিক আচরণ, মানুষিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও শাসননীতি। এই ভাবনাগুলো নীতিশতকম্-এ সংক্ষিপ্ত এবং হৃদয়গ্রাহী শ্লোকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। নীতিশতকম্-এর প্রতিটি শ্লোক একেকটি নৈতিক বা সামাজিক তত্ত্বকে বাস্তবিক ভাষায় উপস্থাপন করেন তিনি। শ্লোকগুলোর মূল উদ্দেশ্য-ব্যক্তির চরিত্রের উন্নতি, সামাজিক দায়িত্ববোধ, বন্ধুত্ব ও নেতৃত্বের নীতি, আচার-আচরণ, সংসার ও মানসিক স্থিতি - এই সকল বিষয় সম্পর্কিত। শ্লোকসমূহে বারংবার প্রকাশ পায় যে - মানুষের জীবনে নৈতিকতা একটি স্থায়ী শক্তি যা শুভ-অশুভ সিদ্ধান্তে প্রভূত প্রভাব ফেলে এবং এটিই নীতিশতকম্-এর সারসংক্ষেপ নীতি। এই গ্রন্থে জ্ঞান বা বিদ্যা-কে সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভর্তৃহরির মতে ধন, ক্ষমতা বা সামাজিক মর্যাদা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু জ্ঞান মানুষের প্রকৃত অলংকার। জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী করে, বিচারবোধ জাগ্রত করে এবং সঠিক ও ভুলের পার্থক্য নির্ণয়ে সাহায্য করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিশতকম্ মানবজীবনের বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকাশের একটি মৌলিক পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এখানে জ্ঞান কেবল পাণ্ডিত্য নয়, বরং জীবন পরিচালনার প্রজ্ঞা। নীতিশতকম্ গ্রন্থে জ্ঞানকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। শ্লোকগুলোর একাংশে দেখা যায়-

“যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং জ্ঞানং ন শীলং ন গুণো ন ধর্মঃ।

তে মর্ত্যালোকে ভুবি ভারভূতা মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি।।”

অর্থাৎ

যাদের বিদ্যা নেই সাধনা নেই দান নেই জ্ঞান নেই চরিত্র নেই গুণ নেই ধর্ম নেই-তারা মানবকুলে পৃথিবীর বোঝাস্বরূপ;

তারা পৃথিবীতে মনুষ্যরূপ মৃগের (পশুর) মতো কেবল বিচরণ করে।

এখানে ভর্তৃহরি মূলত তুলে ধরে যে ধন সাময়িক, ক্ষমতা অস্থির, কিন্তু জ্ঞান, গুণ এবং চরিত্র যে স্থায়ী শক্তি, যা মানুষকে মঙ্গলপূর্ণ পথ সর্বদা দেখায়। এটিই একটি সামগ্রিক বোধ যা-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার যোগ্য নৈতিকতার দিক নির্দেশিকা। নীতিশতকম্-এর সামাজিক দর্শনে সমাজকে একটি নৈতিক সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে ব্যক্তির চরিত্রই সমাজের ভিত্তি নির্মাণ করে। যদি ব্যক্তি নৈতিকভাবে দুর্বল হয়, তবে সমাজও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ভর্তৃহরি ব্যক্তির নৈতিক উন্নতিকেই সামাজিক কল্যাণের মূল চাবিকাঠি হিসেবে দেখিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক সামাজিক নীতিশাস্ত্রের সঙ্গেও গভীর সাদৃশ্য বহন করে। নেতৃত্ব ও শাসননীতির প্রসঙ্গেও নীতিশতকম্ গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। ভর্তৃহরির মতে, শাসক বা নেতা যদি নৈতিকতা ও সংযমে প্রতিষ্ঠিত না হন, তবে রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়ই অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়। অহংকার, অত্যাচার ও স্বৈচ্ছাচারী ক্ষমতার ব্যবহারকে তিনি সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলে মনে করেন। ন্যায় পরায়ণতা, প্রজ্ঞা ও করুণাই আদর্শ নেতৃত্বের ভিত্তি - এই ধারণা নীতিশতকম্-এ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রন্থটিকে রাজনৈতিক নৈতিকতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। নীতিশতকম্-এ নৈতিক আচরণের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন সম্পর্ক - বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আত্মীয়তা, নেতৃত্ব ইত্যাদি নিয়ে গভীর চিন্তা প্রকাশ পায়। শ্লোকগুলিতে বারবার বন্ধুত্বের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে: সত্যিকারের বন্ধু - দুর্গমে সাহায্যকারী, অবস্থান অনুযায়ী নয় এবং নৈতিক গুণে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। এটি একাধারে নৈতিক সমাজের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। শাসক বা নেতা যে নৈতিক ভিত্তিতে স্থিতিশীল হবে, সেই দিকেও নির্দেশ দেয় নীতিশতকম্। যেমন-ক্ষমতার ব্যবহার ন্যায় ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, অহংকার থেকে বিরত থাকতে হবে, ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্ব মানুষকে মঙ্গলময় পথে পরিচালিত করে। এখানে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তি জীবনের অস্তিত্ব পর্যন্ত নৈতিক আচরণের প্রয়োজনীয়তা। ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিকতা নীতিশতকম্-এর আরেকটি প্রধান বিষয়। ভর্তৃহরি মানুষের চরিত্র গঠনে আত্মসংযম, বিনয় ও সত্যনিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের প্রকৃত শক্তি বাহ্যিক সাফল্যে নয়, বরং অন্তর্গত স্থিতি ও নৈতিক দৃঢ়তায় নিহিত। সুখ ও দুঃখ, লাভ ও ক্ষতি -এই দ্বন্দ্বগুলির মধ্যেও যে ব্যক্তি নিজের নীতিগত অবস্থান বজায় রাখতে পারে, সেই প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী ও মহৎ। এই কারণে নীতিশতকম্-কে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতার এক নির্দেশিকা বলা যায়। নীতিশতকম্-এ

বারংবার ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক দিক উপস্থিত হয়েছে, যেমন - অহংকার ও লোভ ত্যাগ, স্বভাবগত সততা, আচরণে নম্রতা। এই শ্লোকগুলো নৈতিক জীবনের প্রাণসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্লোকগুলোর একাংশে দেখা যায় -

“তৃষ্ণাং ছিন্তি ভজ ক্ষমাং জহি মদং পাপে রতিং মা কৃথাঃ
সত্যং ব্রহ্মনুযাহি সাধুপদবীং সেবস্ব বিদ্বজ্জনম্।
মান্যন্ মানয় বিদ্বিষোঃ প্যনুনয় প্রচ্ছাদয় স্বান্ গুণান্
কীর্তিং পালয় দুঃখিতে কুরু দয়ামেতত্ সতাং লক্ষণম্।।”^২

অর্থাৎ

(হে মানব!) কামনা ত্যাগ কর, ক্ষমার আরাধনা কর; অহঙ্কার ত্যাগ কর, পাপকর্মে বাসনা কর না, (সদা) সত্য কথা বল, সজ্জনদের পথ অনুসরণ কর, বিজ্ঞজনের সেবা কর, পূজনীয়দের মান্য কর, শত্রুদেরও প্রসন্ন কর, নিজের গুণ সকল গোপন রাখ, কীর্তি রক্ষা কর, (এবং) দুঃখীদের প্রতি করুণা কর, (কারণ) এগুলিই (হচ্ছে) সজ্জনদের বৈশিষ্ট্য।

নীতিশতকম্-এর অন্যতম গহন দিক হল নৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্থিতি এর সম্পর্ক। শ্লোকগুলো প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেয় যে- সিদ্ধান্ত অবশ্যই নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে নেওয়া উচিত, অন্যের সুফল বা ক্ষতির অন্ধকারে পড়ে সিদ্ধান্ত বদলানো উচিত নয়, সত্য উপযুক্ত পরিস্থিতিতে কঠোর হলেও গ্রহণযোগ্য নৈতিক সিদ্ধান্তই মানুষের উন্নতির ভিত্তি। মানুষ শুধুমাত্র লাভ-ক্ষতির দৃষ্টিতে নয়, সত্যিকারের নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নীতিশতকম গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা ও সামাজিক যোগাযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভর্তৃহরি প্রকৃত ও কৃত্রিম সম্পর্কের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রকৃত বন্ধু সেই ব্যক্তি, যে বিপদের সময় পাশে দাঁড়ায় এবং নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করে। স্বার্থনির্ভর সম্পর্ককে তিনি ক্ষণস্থায়ী ও বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেছেন। এই বিশ্লেষণ সামাজিক নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করে, যা আধুনিক সমাজেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নীতিশতকম্-এ সমাজকে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়েছে। সমাজের শৃঙ্খলা তখনই স্থিতিশীল হয় যখন-ব্যক্তির আচরণ নৈতিক সততায় বিদ্যমান। এখানে ভর্তৃহরি প্রস্তাব করেন: আত্মসমালোচনা, অনুশাসন, ধার্মিক আচরণ, সমাজের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি- যা সমাজকে আরও উন্নতর থেকে উন্নততম করে তোলে। শ্লোকগুলি থেকে স্পষ্টতঃ বোধ হয়-যদি নীতি না থাকে, তাহলে মানুষের জীবনে এবং সমাজে কোনো স্থায়িত্ব থাকে না; ধর্ম ও সতাই মানুষকে জীবন্ত রাখে। মহাত্মাগণের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন -

“বিপদি ধৈর্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্-পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরতিব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্।।”^৩

অর্থাৎ

বিপদে ধৈর্য (ধারণা), সম্পদে অনৌদ্ধত্য, সভায় বাকপটুতা, সংগ্রামে শৌর্য, খ্যাতির প্রতি অভীক্ষা এবং বেদাদির (অধ্যয়নের) প্রতি আসক্তি- এসব (হচ্ছে) মহাত্মাগণের স্বভাবসিদ্ধ গুণ।

এটি প্রমাণ করে নীতিশতকম্ শুধু ব্যক্তিগত নৈতিকতা নয়, সমাজের স্থিতি ও উন্নতির নৈতিক ভিত্তি নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নীতিশতকম্-এর অন্যতম বিশেষত্ব হল - এটি নৈতিকতা ও সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে একত্রে যুক্ত করে ব্যক্তিগত জীবনের মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব, নেতৃত্ব ও ন্যায়, সিদ্ধান্ত ও অনুশাসন, সত্য ও সম্পর্ক-এই সকল ক্ষেত্রকে নৈতিকতার আলোকে ব্যাখ্যা করে। এটি শুধুমাত্র জীবন পরিচালনার সংক্ষিপ্ত পাঠ নয়; বরং একটি জীবন দর্শন। একজন ব্যক্তি যখন নিজের সিদ্ধান্ত, সম্পর্ক, আচরণ, দায়িত্ব - এই সকলকে নৈতিকতার আলোকে বিচার করে, তখন জীবনে স্থায়ী

সুখ ও স্থিতিস্থাপনা আসে। আজকের যুগেও যখন সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং প্রযুক্তি, শক্তি, অর্থ- এই তিনটি শক্তিই মানুষের সিদ্ধান্ত ও আচরণ প্রভাবিত করছে, তখন নীতিশতকম-এর নৈতিক শিক্ষাদিক-নির্দেশিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গ্রন্থের শিক্ষা মূলতঃ মিথ্যা প্রচার ও নেতিবাচক আচরণ থেকে বিরত থাকা, সং সিদ্ধান্ত ও নৈতিক নেতৃত্বকে মূল্যায়ন করা, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে সমতা, সত্যতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা - এই সকল মূল্য যা আজকের বিশ্বেও অত্যন্ত জরুরি। একটি শ্লোকে তিনি বলেন-

“সৌজন্যমৃতসিদ্ধবঃ পরহিতপ্রারদ্ধবীরব্রতা
বাচলাঃ পরবর্ণনে নিজগুণালাপে তু মৌনব্রতাঃ।
আপৎস্বপ্যবিলুপ্তধৈর্যনিধয়ঃ সম্পৎস্বনুৎসেকিনঃ
মাভুবন্ খলবজ্রনির্গতবিষম্লানাননাঃ সজ্জনাঃ।।”^৪

অর্থাৎ

সুজনেরা সৌজন্যরূপ অমৃতের সাগর, অপরের কল্যাণে উদ্যোগী শ্রেষ্ঠ ব্রতচারী, পরগুণবর্ণনে অমিতবাক্, কিন্তু নিজগুণ-
বর্ণনে মৌনাবলম্বী; (তাঁরা) বিপদেও ধৈর্য হারান না, (আবার) সম্পদে (-ও) গর্ব করেন না, (এমন কি) দুঃস্থজনের মুখ-
নিঃসৃত কটুবাক্যে (-ও তাঁদের) মুখ ম্লান হয় না।

ভর্তৃহরির নীতিশতকম নৈতিকতার আলোকে জীবনের সকল ক্ষেত্র - ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যাখ্যা করে এবং তা আজকের ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতির জন্য প্রাসঙ্গিক। সমগ্রভাবে বিচার করলে, নীতিশতকম একটি জীবনদর্শন উপস্থাপন করে, যেখানে নৈতিকতা, সামাজিক দায়িত্ব, জ্ঞান, নেতৃত্ব ও মানবিক সম্পর্ক একসূত্রে গাঁথা। এই গ্রন্থ কেবল প্রাচীন ভারতের নৈতিক চেতনার দলিল নয়, বরং আধুনিক মানবসমাজের জন্যও এক মূল্যবান পথপ্রদর্শক। ভর্তৃহরির নীতি সময় ও সংস্কৃতির সীমা অতিক্রম করে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর। পরিশেষে বলা যায়, ভর্তৃহরির নীতিশতকম কেবল নৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটি নির্দেশিকা হিসেবে মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে তা নয়, বরঞ্চ নৈতিক চিন্তা, আচরণ ও সমাজজীবনকে একত্রে বিবেচনা করে নৈতিকতার আলোয় পরিচালিত করার সদা আহ্বান জানায়। তাই এই গ্রন্থ শুধুমাত্র একটি সাহিত্যকর্ম নয়, বরং মানবজীবনের নৈতিক উন্নয়নের এক চিরন্তন দার্শনিক দলিল। নীতিশতকম আমাদের শেখায় যে-

“ঐশ্বর্যস্য বিভূষণং সুজনতা শৌর্যস্য বাক্সংযমো
জ্ঞানস্যোপশমঃ শ্রুতস্য বিনয়ো বিত্তস্য পাত্রে ব্যয়ঃ।
অক্রোধস্তপসঃ ক্ষমা প্রভবিতুর্ধর্মস্য নির্ব্যাজতা
সর্বেষামপি সর্বকারণমিদং শীলং পরং ভূষণম্।।”^৫

অর্থাৎ

ঐশ্বর্যের অলঙ্কার সৌজন্য, শৌর্যের (অলঙ্কার) বাক-সংযম; জ্ঞানের (অলঙ্কার) শান্তি, বিদ্যার (অলঙ্কার) বিনয়; ধনের (অলঙ্কার) পাত্রে দান, তপের (অলঙ্কার) ক্রোধশূন্যতা; প্রভুত্বের (অলঙ্কার) সহিষ্ণুতা (এবং) ধর্মের (অলঙ্কার) নিরুপটতা (আর) এ-সবের কারণ এই সচ্চরিত্র যা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পাদিত), মহাকবি-ভর্তৃহরি-বিরচিতম্ ‘নীতিশতকম্’, কলকাতা : সদেশ, ২০১৮, পৃ. ৬৭
২. তদেব, পৃ. ১১৩

৩. তদেব, পৃ. ১০২-১০৩
৪. তদেব, পৃ. ১৪৬-১৪৭
৫. তদেব, পৃ. ১১৬-১১৭

Bibliography:

- বসু, সুমিতা, ‘ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্র সমীক্ষা’, কলকাতা: সদেশ, ২০১৮
গোপ, যুধিষ্ঠির, ‘সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস’, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, পুনর্মুদ্রণ : জুন ২০১৪, দি নিউ
জয়কালী প্রেস এ, দীনবন্ধু লেন কলকাতা-৭০০০০৬
অবস্থী, সুরেশ-কুমার (সম্পাদিত), শ্রীভর্তৃহরবিবরচিতম্ ‘নীতিশতকম্’, বারাণসী: চৌখম্বা প্রকাশন, পুনর্মুদ্রণ :
২০১১
শাস্ত্রী, রাকেশ (ব্যাখ্যাকার), শ্রীভর্তৃহরবিবরচিতম্ ‘নীতিশতকম্’, দিল্লী: পরিমল পাবলিকেশন, তৃতীয় সংস্করণ
২০০৩